

💵 সহীহ ইবনু হিব্বান (হাদিসবিডি)

হাদিস নাম্বারঃ ১৭১৫

৯. কিতাবুস সালাত (كتاب الصلاة)

পরিচ্ছেদঃ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে যেই হাদীস এই সংশয়ে ফেলে দেয় যে, নিয়ত ছাড়াই হয়তো সালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে

ذِكْنُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ

আরবী

1715 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاث: (اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدِ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتِ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفَ وصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلِّى فَقَدْ أَحْرَرْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِي نافلة) الْإِمامَ قَدْ صَلِّى المصدر: التعليقات الراوي: أَبُو ذَرِّ المحدث: العلامة ناصر الدين الألباني ا المصدر: التعليقات الراوي: أَبُو ذَرِّ المحدث: العلامة ناصر الدين الألباني ا المصدر: التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم: 1715 ا خلاصة حكم المحدث: صحيح ـ ((الصحيحة)) ((1368))، ((الإرواء)) ((488))

বাংলা

১৭১৫. আবূ যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাভ্ আনভ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমার বন্ধু (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাভ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি উপদেশ দিয়েছেন: (১) তুমি (শাসকের কথা) শ্রবণ করবে এবং আনুগত্য করবে যদিও বিকলান্স কোন দাস তোমাদের শাসক হন, (২) যখন তুমি তরকারী রান্না করবে, তখন তাতে পানি বেশি দিবে তারপর তোমার প্রতিবেশির বাড়ির লোকদের প্রতি লক্ষ্য করবে এবং সেখান থেকে তাদেরকে ন্যায় সঙ্গতভাবে কিছু দিবে। (৩) সময় মতো সালাত আদায় করবে। অতঃপর যদি তুমি ইমামকে পাও এমন অবস্থায় যে, তিনি সালাত শেষ করেছেন, তবে তুমি তো তোমার সালাত আগেই সংরক্ষন করেছো, আর যদি এমন পাও যে, তিনি সালাত এখনও শেষ করেননি, (তবে তাদের সাথে আবার সালাত আদায় করবে) কেননা এটি তোমার জন্য নফল হিসেবে বিবেচিত হবে।"[1]



ফুটনোট

[1] ইমাম বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ: ১১৩; মুসনাদ আহমাদ: ৫/১৬১; আবূ আওয়ানা: ৪/৪৪৮; বাগাবী, শারহুস সুন্নাহ: ৩৯১; সহীহ মুসলিম: ৬৪৮; আত তায়ালিসী: ৪৫২; ইবনু মাজাহ: ২৮৬২; সুনান বাইহাকী: ৩/৮৮; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ: ২/৩৮১; মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক: ৩৭৮২; দারেমী: ১/২৭৯; আবূ দাউদ: ৪৩১; তিরমিযী: ১৭৬।

হাদীসটিকে আল্লামা শুআইব আল আরনাউত রহিমাহুল্লাহ মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। (আস সহীহাহ: ১৩৬৮)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিসবিডি 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবু যার আল-গিফারী (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন